ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ এবার যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সে শাহরুখের সঙ্গে আলিয়া

পৃঃ ৫

আলভেজকে ▶▶ আর্থিক সাহায্য করে তোপের মুখে নেইমার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৫৮ ● কলকাতা ● ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

দিল্লির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে

এবার সন্দেশখালি যেতে অনুমতি হাই কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে তাঁদের আটকে দিয়েছিল পুলিশ। প্রবল তর্কাতর্কির পর গ্রেপ্তারও করা হয়। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রতিনিধিরা। এবার তাঁদের সন্দেশখালিতে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

এর পর ধর্মতলার হোটেল থেকে বেরন তাঁরা। সড়কপথে সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। তবে সন্দেশখালি থেকে প্রায় ৫২ কিলোমিটার দূরে ভোজেরহাটেই তাঁদের গাড়িকে আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ। জানানো হয়, বসিরহাটের পুলিশ সুপারই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে সন্দেশখালি যাওয়ার পথেই আটকাতে বলেছেন। সেই অনুযায়ী পুলিশ ওই প্রতিনিধি দলের ৬ সদস্যকে আটকে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। ভোজেরহাটে পথে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। প্রথমে রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়ার অনুরোধ জানান পুলিশকর্মীরা। যদিও পরে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের। গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। অবশেষে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি পেলেন দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। আগামী ৩ মার্চ উপদ্রুত গ্রামে যেতে পারবেন ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৩ মার্চ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলকে সন্দেশখালির মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়া ও নস্করপাড়ার রাসমন্দিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি অঞ্চলে ১৪৪ ধারা নেই বলে দাবি মামলাকারীদের। বিচারপতির নির্দেশ, "আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয় এমন কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। এই মর্মে স্থানীয় পুলিশের কাছে মুচলেকা দিতে হবে।" কেন দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রতিনিধিরা সন্দেশখালিতে যেতে চান, রাজ্যের তরফে সেই প্রশ্ন করা হয়। তবে বিচারপতি স্পষ্ট জানান, "১৪৪ ধারা জারি না থাকলে যে কেউ যেতে পারেন।"উল্লেখ্য, গত রবিবার দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করে। ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহান কোথায় জানে পুলিশ?

শুভেন্দুর দাবি অনুরণিত হল প্রধান বিচারপতির কণ্ঠে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহজাহানের গ্রেফতারিতে যে আদালতের কোনও বাধা নেই তা সোমবারই স্পষ্ট করে দিয়েছল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানাল, শেখ শাহজাহানকে ইডি - সিবিআই বা রাজ্য পুলিশ যে কেউ গ্রেফতার করতে পারবে। এদিন রাজ্যের সওয়ালের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম প্রশ্ন করেন, তাহলে কি শাহজাহান কোথায় রয়েছে তা রাজ্য পুলিশ জানে?এর পর ইডির আইনজীবী বলেন, রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করলে তাদের আপত্তি রয়েছে। রাজ্য পুলিশ তো শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে লঘু ধারা দেবে যাতে তার জামিন পেতে সুবিধা হয়।

এর পর প্রধান বিচারপতি বলেন, শেখ শাহজাহানকে ইডি, সিবিআই বা রাজ্য পুলিশ যে কেউ গ্রেফতার করতে

এরপর ৩ পাতায়

চিটফান্ড মামলায়

ইডি-তলব অরূপ বিশ্বাসকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় এবার অরূপ বিশ্বাসকে ইডির তলব। তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে অরূপ বিশ্বাসকে ইডির তলব। তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করতে তলব, খবর সূত্রের। গতকাল তলব, ইডির কাছে সময় চাইলেন অরূপ বিশ্বাস।বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অরূপ বিশ্বাস। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিষয়টি নিয়ে তোপ দেগেছেন বিজেপির দিকেই। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, অয়ালকেমিস্ট মামলায় মিঠুন চক্রবর্তীকে কেন ধরা হবে না সেই প্রশ্নও তুলেছেন কুণাল। যদিও তৃণমূলের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, আইনকে আইনের পথেই চলতে দেওয়া উচিত।আবেদন বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত, খবর ইডি সূত্রে। ২০১৪ সালের ভোটের প্রচারে আর্থিক লেনদেনকে সামনে রেখে তলব, খবর সূত্রের। ইডির তলব, প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না অরূপ বিশ্বাস। সমন নিয়ে দলের বক্তব্য চিঠিতে ইডিকে জানিয়েছেন অরূপ, খবর তৃণমূল সূত্রে।

তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ডের নথি ও হিসেব খতিয়ে দেখার সময় বেশ কিছু লেনদেনের হিসেবে দেখতে পায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেখানে দেখা যায়, বেশ কিছু লেনদেন হয়েছে যা চিটফান্ড সংক্রান্ত কোনও কাজের জন্য খরচ হয়নি। সেই সূত্র ধরে, সেই হিসেব সংক্রান্ত নথি সামনে রেখেই তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি।

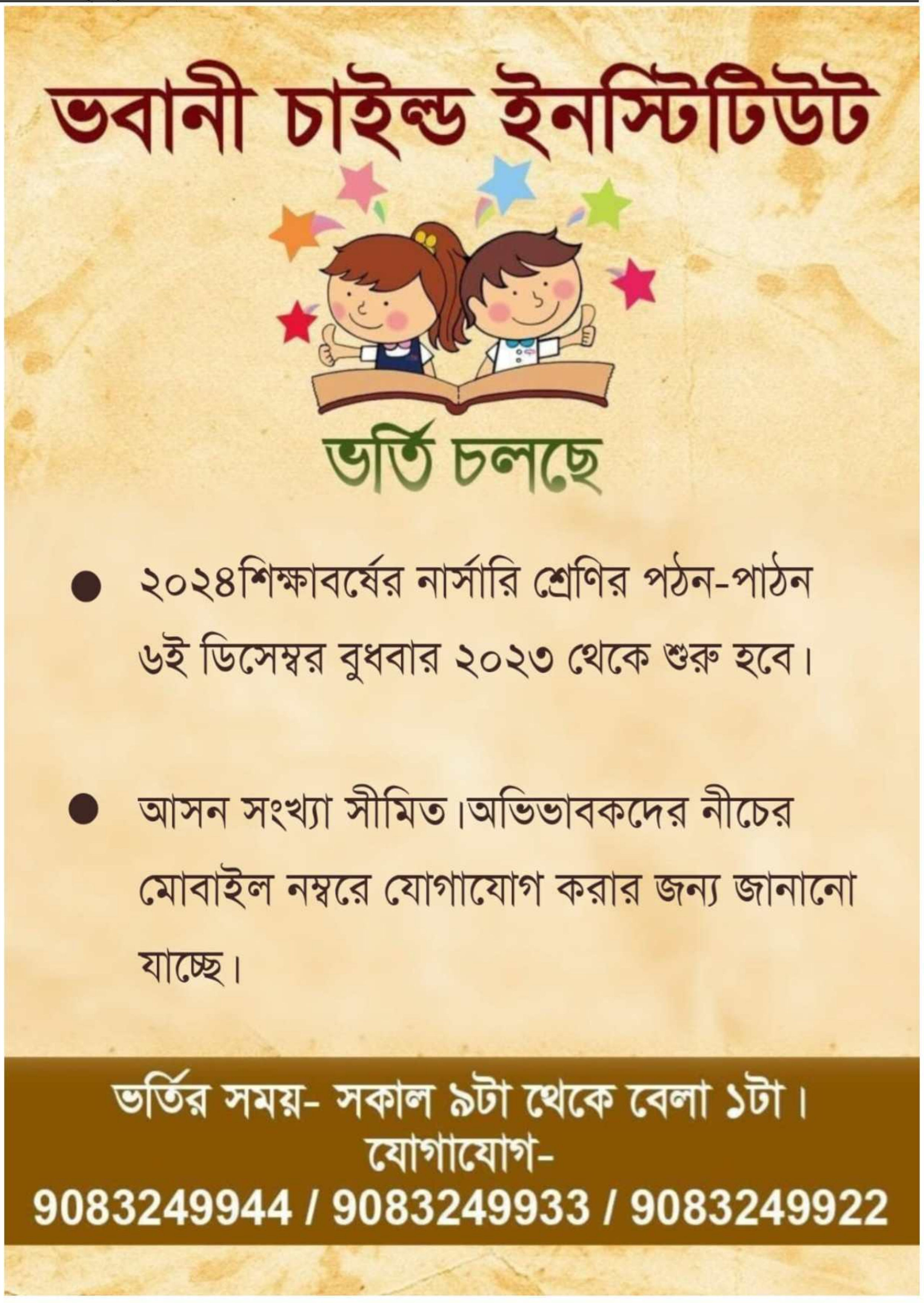

'এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এমন হৃদয়হীন!'

তোপ নির্মলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা থেকে মিড ডে মিল- এ রাজ্যে প্রায় সমস্ত সরকারি প্রকল্পই দুর্নীতিতে ছয়লাপ। কাটমানি নেওয়াই যেন সার্বভৌমিক অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। মঙ্গলবার কলকাতায় এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এ ভাবেই চড়া সুরে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, "১০০ দিনের কাজে ওঁর (নির্মলা সীতারামন) সরকার প্রথম পুরস্কার দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে বাংলা একাধিক বার পুরস্কৃত। আর এখানে এসে উনি মিথ্যা রাজনীতি করছেন!''আবাস কিংবা একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলিতে রাজনৈতিক কারণে এবং 'নানা অজুহাতে' টাকা বন্ধ রাখার অভিযোগ প্রায়ই তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই বিষয়ে সরব তাঁর দল। কিন্তু এ দিন নির্মলার প্রশ্ন, দুর্নীতি থাকলে তাঁরা টাকা দেবেন কী ভাবে? একশো দিনের কাজে ২৫ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড পাওয়ার দাবি করে তাঁর বক্তব্য, ''টাকা তো আমজনতার। তাঁদের করের টাকা থেকে কী ভাবে এটা দেব?" নির্মলার অভিযোগ, চা বাগানের মতো ব্যক্তিগত সম্পদের কাজে ওই প্রকল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে। আবাস প্রকল্পে ঘর পেয়েছেন 'ঘর থাকা' অনেকে! এ ভাবে দুর্নীতির টাকা যাঁদের পকেটে গিয়েছে, তাঁদের থেকে তা আর আদায় করা অসম্ভব বলেই উল্টে তৃণমূল সরকারই এখন রাজ্যের কোষাগার থেকে আমজনতার করের টাকা দ্বিতীয় বার খরচ করছে। অর্থমন্ত্রীর দাবি, একের পর এক কেলেঙ্কারি ঘটে চলেছে। দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট-ভিত্তিক

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির পুলিশের অভিযোগ

ক্যাম্পে একেবারেই নয়া চমকে দেওয়ার মতো অভিযোগ

সন্দেশখালি : নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি: নিউজ সারাদিন : বিক্ষোভ, প্রতিবাদের আগুনকে প্রশমিত করতে পুলিশের তরফ থেকে সন্দেশখালির সরবেড়িয়া-সহ একাধিক জায়গায় অভিযোগগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। চারদিন ধরেই চলছে পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র। জমি দখলের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে অভিযোগকারীদের জমি ফেরতের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।গত দেড় মাস ধরে সন্দেশখালি বাংলার হটস্পট। বিক্ষোভ, নারী নির্যাতনের যে অভিযোগ সামনে আসছে, তার ভয়াবহতায় কেঁপে উঠেছে বাংলা। কেন্দ্র থেকে ছুটে এসেছে টিম। পুলিশের ওপর যে কোনও আস্থা নেই, তা সন্দেশখালির মানুষ বারবারে প্রকাশ্যে বলেছেন। মানুষের আস্থা ফেরাতে পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অভিযোগ নিতে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয় অভিযোগগ্রহণ ক্যাম্প। গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথা শোনার জন্য চালু করা হয় পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র। পুলিশের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী, প্রথম দিনেই পুলিশের কাছে জমা পড়েছিল ৭৩টি অভিযোগ। রবিবার অর্থাত দ্বিতীয় দিনে জমা পড়ে ৫৭টি অভিযোগ। তৃতীয় দিনে এখনও পর্যন্ত ৬১টি অভিযোগ জমা পড়েছে পুলিশের অভিযোগ জমা কেন্দ্রে। প্রতিদিনই ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে।আজ পঞ্চম দিন। পঞ্চম দিনেও অভিযোগ জমা দিতে লাইন দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবে এবার জমি দখলের মতো অভিযোগ জমা পড়ছে না। যা অভিযোগ জমা পড়ছে, তাতে দুর্নীতির আরও দিক প্রকাশ্যে। এবারে অভিযোগ টাকা আত্মসাত, আমফানের ঘর ভেঙে যাওয়ার পরেও সরকারি সুবিধা না পাওয়া-সহ একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছে।

কাঠপোল বাজার এলাকায় ক্যাম্পে এরকমই অভিযোগ জানাতে এলেন নীতিশ আরি, শামসুল মোল্লা, নলো ধারারা। বছর ৩২ এর নীতিশ আরির

এরপর ৩ পাতায়

পুলিশি হেফাজতেই রয়েছেন শেখ শাহজাহান,

চলছে শেষ মুহূর্তের দর কষাকষি: শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশি হেফাজতেই রয়েছেন শেখ শাহজাহান। আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির আগে তাঁর সঙ্গে দর কষাকষি চলছে পুলিশের। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই দাবি করেন তিনি।ওদিকে শাহজাহানের গ্রেফতারির দাবিতে বুধবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। জমি দখল করে শাহজাহান বাহিনীর তৈরি করা বাজারের এক একটা করে ইট খুলে ফেলেন বিক্ষোভকারীরা।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, 'সন্দেশখালির বজ্জাত শেখ শাহজাহান মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে মমতা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। তাঁকে বেড়মজুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তার আগে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে মমতা পুলিশের সঙ্গে চুক্তি করেছে সে। চুক্তি অনুসারে পুলিশ ও জেল হেফাজতে থাকাকালীন তাকে পর্যাপ্ত যত্ন আদ্দি করতে হবে। তাকে জেলে থাকাকালীন ৫ তারা বিলাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবহার করতে দিতে হবে মোবাইল ফোন। যার মাধ্যমে সে জেল থেকেই তৃণমূলকে নেতৃত্ব দেবে। এমনকী উডবার্ন ওয়ার্ডে তাঁর জন্য একটা শয্য সব সময় খালি রাখতে হবে। যাতে ইচ্ছা করলেই সেখানে এসে সময় কাটাতে পারে সে'।বলে রাখি, শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারির ওপর কোনও স্থগিতাদেশ নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এর পরই ওই তৃণমূলি গুন্ডার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। আদালত এক নির্দেশে স্পষ্ট উল্লেখ করেছে, ৫ তারিখে ইডির ওপর হামলার ও তার পর শাহজাহানের অন্তর্ধানে স্পষ্ট আইনে কোনও ভরসা নেই তার। তাই অবিলম্বে তার গ্রেফতারি প্রয়োজন। আদালতের নির্দেশের পর প্রবল চাপে রয়েছে রাজ্য পুলিশ।

সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে

এই জেলায়, ১ মার্চই ঢুকছে রাজ্যে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের বাদ্যি বেজেই গিয়েছে। ভোটের দিনক্ষণ না ঘোষণা হলেও নির্বাচন কমিশন আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসছে রাজ্যে। ৩ মার্চ তাদের আসার কথা। তার আগেই ১ মার্চ থেকে রাজ্যে ঢুকে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আপাতত প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি, পরে আরও ৫০ কোম্পানি বাহিনী আসছে রাজ্যে।নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ১৫০ কোম্পানির মধ্যে সবথেকে বেশি বাহিনী থাকবে কলকাতায়। ১০ কোম্পানি বাহিনী রাখা হতে পারে এখানে। ৭ কোম্পানি করে বাহিনী থাকতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, মালদহে। এ রাজ্যে ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা ছিল। সেখান থেকেই ধাপে ধাপে ১০০ ও পরে ৫০ কোম্পানি পাঠানো হচ্ছে। প্রত্যেক জেলাকেই সমান গুরুত্ব দিতে চাইছে নির্বাচন

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী আর কে সিং একটি বিবৃতিতে ইলেক্রামা ২০২৫ -

বিশ্বের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক শো চালু করার জন্য IEEMA-এর প্রশংসা করেছেন

- ২২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে ১৬ তম সংস্করণ দিল্লি-এনসিআরে অনুষ্ঠিত হবে।
- বড়. উত্তম. বোল্ডার - ইলেক্রামা ২০২৫ সালের মধ্যে ব্যবসায়িক অনুসন্ধানে $২০ বিলিয়ন আশা করছে ।

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : IEEMA, ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, ভারতে বৈদ্যুতিক এবং শিল্প ইলেকট্রনিক্স এবং সহযোগী সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের শীর্ষ সংস্থা, আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক শো ইলেক্রামা এর ১৬ তম সংস্করণ ঘোষণা করেছে।

ইলেক্রামা হল ইলেকট্রিক্যাল এবং অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্স শিল্পের বিশ্বের বৃহত্তম প্রদর্শনী। শোটি ২২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে নির্ধারিত আছে এবং এর থিম রয়েছে "টেকসই ভবিষ্যতের জন্য শক্তি পুনর্নির্মাণ"। ইভেন্টের লক্ষ্য একটি সবুজ, আরও স্থিতিস্থাপক শক্তি ইকোসিস্টেম অর্জনের দিকে কথোপকথন এবং সহযোগিতার প্রচার করা। ইলেক্রামা ২০২৫ শিল্পের নেতৃবৃন্দ, নীতিনির্ধারক এবং স্টেকহোল্ডারদের অত্যাধুনিক উদ্ভাবন, প্রবণতা এবং সমাধান গুলি অন্বেষণ করতে হোস্ট করবে যা এই খাতের বৃদ্ধিকে চালিত করবে।

শ্রী আর কে সিং, মাননীয় বিদ্যুৎ, নতুন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি, মন্ত্রী ভারত সরকার, একটি বিবৃতিতে ইলেক্রামা ২০২৫-এর ১৬ তম সংস্করণ চালু করার সময় IEEMA-এর প্রশংসা করে বলেন, "সরকার গত ৯ বছরে প্রায় ২০০ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত করে বিদ্যুতের ঘাটতি থেকে শক্তি সেক্টরকে পর্যাপ্ত শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। আমরা সমগ্র দেশকে একটি ইউনিফাইড গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করেছি, যা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য অঞ্চলে ১,১৬,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ স্থানান্তর করতে সক্ষম। এই সমস্ত পদক্ষেপ ভারতের ভবিষ্যতকে শক্তিশালী যোগাচ্ছে। ইলেক্রামা হল আমরা কীভাবে ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করছি তার প্রতিফলন ইলেক্রামা ২০২৫-এর জন্য নতুন থিম গুলো চালু করা দেখে আমি খুশি । এই থিমগুলি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য শক্তি পুনর্নির্মাণের উপর ফোকাস সহ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্যোগগুলিকে সরাসরি সমর্থন করে।

লঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মিঃ ঘনশ্যাম প্রসাদ, চেয়ারপারসন এবং এক্স -অফিসিও সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ মন্ত্রক, ভারত সরকার বলেন, "ইলেক্রামা সম্পূর্ণভাবে শিল্পগুলির সাথে সংযুক্ত, এবং আমি এটিকে একটি ভবিষ্যত হিসাবে বিবেচনা করি, কারণ এটি এমন একটি সময়ে আসে যখন আমরা প্রচলিত থেকে অপ্রচলিত শক্তির উতেস রূপান্তরের পথে যাত্রা করছি । এবং শিল্পটি বর্তমানে নতুন সৃজনশীল সমাধান এবং প্রযুক্তির উপস্থিতি প্রচার ও প্রদর্শনের পাশাপাশি বিদ্যমানগুলিকে রাখা সহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।"

মিঃ হামজা আরসিওয়ালা, প্রেসিডেন্ট, IEEMA, শিল্পের গতিপথ গঠনে ইলেকট্রামার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং জোর দিয়েছিলেন, "আজ, ভারত গর্বিতভাবে আত্মনির্ভরশীল, বিশ্ব মঞ্চে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। ইলেক্ট্রামা ২০২৫ আমাদের শক্তি সেক্টর। কোম্পানীকে একটি 'অল-ইলেকট্রিক ভবিষ্যৎ'-এর দিকে চালিত করতে। ইলেক্রামা ২০২৩-এর দুর্দান্ত সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, আমরা ইলেক্রামা ২০২৫ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরও বড়, আরও ভাল, সাহসী হবে বলে আশা করি।

এর সাথে যোগ করে, মিঃ বিক্রম গান্ডোত্রা, ভাইস প্রেসিডেন্ট, IEEMA বলেন, "ইলেক্রামা - ২০২৫ একটি অভূতপূর্ব ইভেন্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, সবুজ হাইড্রোজেন, ডিজিটাল ইস সহ নতুন শক্তির ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক পণ্য এবং প্রযুক্তির একটি চিত্তাকর্ষক পরিসর প্রদর্শন করে। শক্তি, নবায়নযোগ্য, ইভি চার্জিং, শক্তি সঞ্চয়স্থান, জ্বালানি কোষ, এআই এবং আইওটি। ১৬ তম সংস্করণটি ১০০ টিরও বেশি দেশ এবং ১০ টির ও বেশি উতসর্গীকৃত দেশের প্যাভিলিয়ন থেকে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ৮২০ বিলিয়ন মূল্যের ব্যবসায়িক অনুসন্ধান তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দীপক শর্মা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, স্নাইডার ইলেকট্রিক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, বলেন, "ইলেক্রামা ২০২৫ উন্মোচন করার জন্য IEEMA টিমকে অভিনন্দন, শিল্পের নেতা এবং নীতি নির্ধারকদের একত্রিত করার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম, সংলাপ বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। আজকের ইভেন্টের সময় শিল্পের সহকর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রগতিশীল ধারণাগুলি শুনতে খুব ভালো লাগলো।"

স্টেফান হেসেলম্যান, মিনিস্টার কাউন্সিলর, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মান দূতাবাস; এরিক ফাজল, ফ্রান্সের দূতাবাসের ট্রেড কমিশনার এবং স্নাইডার ইলেকট্রিক ইন্ডিয়া ইলেক্রামা ২০২৫ এর অংশ হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সামুদ্রিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের অর্থ তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলির উন্নয়ন নিশ্চিত করা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তামিলনাড়ুর থুথুকুড়িতে ১৭,৩০০ কোটি টাকার বেশি একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। তিনি ভি.ও.চিদম্বরনার বন্দরের আউটার হারবার কন্টেনার টার্মিনালের শিলান্যাস করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত পরিবেশ-বান্ধব হাইড্রোজেন জ্বালানি চালিত জলযান, বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন শ্রী মোদী। এছাড়াও, ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭৫টি লাইটহাউজে পর্যটন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছেন তিনি। অনুষ্ঠানে যে রেল প্রকল্পগুলি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেগুলি হল : বাঞ্চি মানিয়াচ্ছি-নাগেরকয়েল রেললাইনে দ্বিতীয় লাইন, বাঞ্চি মানিয়াচ্ছি-তিরুনেলভেলি শাখা এবং মেলাপ্পালায়াম-আরালভয়মোলি শাখায় দ্বিতীয় লাইন। এছাড়াও, ৪,৫৮৬ কোটি টাকার একগুচ্ছ সড়ক প্রকল্পও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে বলেন, থুথুকুড়িতে তামিলনাড়ুর উন্নয়নের নতুন এক অধ্যায় রচিত হয়েছে। উন্নত ভারতের সড়ক মানচিত্রে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করা হল। প্রত্যেকে আজ 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। যদিও অনুষ্ঠানটি থুথুকুড়িতে হচ্ছে, কিন্তু দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে আগামীদিনে উন্নয়নযাত্রা অনুভূত হবে। প্রধানমন্ত্রী 'বিকশিত ভারত' বাস্তবায়নে তামিলনাড়ুর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দু'বছর আগে চিদম্বরনার বন্দরের সম্প্রসারণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সূচনা ক্রা হয়, যাতে এই বন্দর জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। "সেই গ্যারান্টি আজ বাস্তবায়িত হল।" ভি.ও.চিদম্বরনার বন্দরের আউটার হারবার কন্টেনার টার্মিনালের শিলান্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আজ ৯০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৩টি বন্দরের জন্য ২,৫০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজের সূচনা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি তামিলনাড়ুর উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

শ্রী মোদী বলেন, আজ যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সূচনা হয়েছে তার কাজ বর্তমান সরকারের সময়কালেই বাস্তবায়িত হয়েছে। পূর্বতন সরকারগুলি এই প্রকল্পগুলির বিষয়ে গুরুত্ব দেয়নি। "আমি তামিলনাড়ুকে সেবা করার জন্য এবং তার ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জন্য এসেছি।"

'হরিৎ নৌকা উদ্যোগ'-এর আওতায় ভারতে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত প্রথম পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি, হাইড্রোজেন-চালিত জলযান তার যাত্রা শুরু করল। এটি কাশীর জন্য তামিলনাড়ুর জনসাধারণের উপহার। কাশী তামিল সঙ্গমম-এ তামিলনাড়ুর জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা তাঁর নজরে এসেছে। ভি.ও.চিদম্বরনার বন্দরকে দেশের প্রথম পরিবেশ-বান্ধব হাইড্রোজেন জ্বালানির বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে : সামুদ্রিক জলকে লবণমুক্ত করার কেন্দ্র, হাইড্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্র এবং বাঙ্কারের বিশেষ সুবিধা। "আজ সারা বিশ্ব যে বিকল্প পথের সন্ধান করছে, তামিলনাড়ু তাকে সহযোগিতা করবে।"

প্রধানমন্ত্রী আজ এই অনুষ্ঠানে যে রেল ও সড়ক প্রকল্পগুলির শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণ তামিলনাড়ু এবং কেরালার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। এর ফলে, তিরুনেলভেলি ও নাগেরকয়েলে যানজট দূর হবে। তামিলনাড়ুতে ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয়ে চারটি সড়ক প্রকল্পের আধুনিকীকরণের কাজ হবে। এর ফলে, রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কম সময়ে যাওয়া যাবে। ফলস্বরূপ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে। শ্রী মোদী বলেন, আজ দেশে সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করার জন্য সড়ক, মহাসড়ক এবং জলপথ দপ্তর একযোগে কাজ করছে। বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নে গতি আনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে দেশের গুরুত্বপূর্ণ লাইটহাউজগুলিকে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য তাঁর পরামর্শের কথা উল্লেখ করেন। বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর একটি পর্বে তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭৫টি লাইটহাউজে পর্যটন ব্যবস্থাপনা উৎসর্গ করা হল। "একসঙ্গে ৭৫টি জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা হয়েছে, এটিই নতুন ভারত"। এই ৭৫টি জায়গা আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী জানান, গত ১০ বছরে তামিলনাড়ুতে ১,৩০০ কিলোমিটার রেল প্রকল্পের কাজ হয়েছে। ২ হাজার কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শেষ হয়েছে। রেলপথের ওপর উড়ালপুল এবং বিভিন্ন জায়গায় আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি রেল স্টেশনের মানোন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে এই রাজ্যে পাঁচটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলাচল করে। ফলে, যাত্রীরা আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের জন্য ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। "দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সহজ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে।"

জলপথ পরিবহণ এবং সমুদ্রপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে দেশের বিরাট সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ক্ষেত্রগুলি 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত তৈরি করবে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তামিলনাড়ুও এর সুফল পাবে। তামিলনাড়ুতে ১২টি ছোট বন্দর সহ তিনটি বৃহৎ সমুদ্র বন্দর রয়েছে। "সামুদ্রিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের অর্থ তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলির উন্নয়ন নিশ্চিত হওয়া।" গত এক দশকে ভি.ও.চিদম্বরনার বন্দরে ৩৫ শতাংশের বেশি জাহাজ চলাচল করছে। গত বছর এই বন্দরে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন পণ্য ওঠানো-নামানো হয়েছে। এই বন্দরের বার্ষিক উন্নয়ন ১১ শতাংশ। সাগরমালা প্রকল্পের মতো বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। "দেশের অন্যান্য বন্দরেও এই ধরনের উন্নয়ন আগামীদিনে নিশ্চিত হবে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলপথ এবং সামুদ্রিক পরিবহণে ভারত নতুন রেকর্ড গড়ছে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে দেশ ৩৮ ধাপ উঠে এসেছে। গত এক দশকে বন্দরগুলির পণ্য পরিবহণের ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে। এই সময়কালে জাতীয় জলপথের পরিমাণ আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্রপথে যাত্রী পরিবহণ চারগুণ বেড়েছে। এর সুফল তামিলনাড়ু এবং আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছচ্ছে। "আমি নিশ্চিত, তামিলনাড়ু উন্নয়নের পথ ধরে আরও এগিয়ে যাবে। আপনারা আমাদের তৃতীয়বার সেবা করার সুযোগ দিলে, আরও উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সেই দায়িত্ব পালনের গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি।"

তাঁর বর্তমান সফরকালে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধ। রাজ্যের মানুষের থেকে যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, তা এই রাজ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। তাঁর ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী সকলকে মোবাইল ফোনের আলো জ্বালাতে অনুরোধ করেন। এর মধ্য দিয়ে তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন উৎসব উদযাপন করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রী আর এন রবি, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপট :

প্রধানমন্ত্রী থুথুকুড়িতে একটি জনসভায় ভি.ও. চিদাম্বরনার বন্দরে একটি আউটার হারবার কন্টেনার টার্মিনালের শিলান্যাস করেন। পূর্ব উপকূলের জন্য ভি.ও. চিদাম্বরনার বন্দরকে ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণ একটি পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ভারতের সুদীর্ঘ উপকূল এবং সহায়ক ভৌগোলিক অঞ্চলকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। এই বড় পরিকাঠামো প্রকল্পটি কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাবে।

দেশের প্রথম পরিবেশ-বান্ধব হাইড্রোজেন বন্দর হিসেবে ভি.ও. চিদাম্বরনার পোর্টকে গড়ে তুলতে অন্যান্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে নোনতা জল পরিশোধন কেন্দ্র, হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী হরিৎ নৌকা উদ্যোগের অধীনে ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি গ্রীন হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে এই জাহাজের সূচনা করেন। এই জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে কোচিন শিপইয়ার্ডে এবং এটা পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী এবং দেশের শূন্য কার্বন নিঃসরণের দায়বদ্ধতার লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর অনুষ্ঠানে ১০ টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭৫ টি লাইট হাউসে পর্যটন ব্যবস্থা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর ৪ টি সড়ক প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এগুলি তৈরি হয়েছে প্রায় ৪,৫৮৬ কোটি টাকা খরচে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে ৮৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে জিত্তনদহল্লি-ধর্মপুরী শাখাকে চার লেন করা; ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের মীনসুরত্তী-চিদাম্বরম শাখাকে দু-লেন করা এবং ৮৩ নম্বর জাতীয় সড়কে নাগাপত্তিনমুথাঞ্জাভুর শাখাকে দু-লেন করা। এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য যোগাযোগের উন্নতি করা, যাতায়াতের সময় কমানো, আর্থ সামাজিক বৃদ্ধি এবং এই অঞ্চলের তীর্থ যাত্রার সুবিধা করা।

১-ম পাতার পর

শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব

বিচারপতি নারসিমা রেড্ডি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যুগ্ম রেজিস্ট্রার রাজপাল সিং, ওপি ব্যাস, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কনসালট্যান্ট ভাবনা বাজাজ এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক সঞ্জীব নায়ক। শনিবার রাতে ধর্মতলার একটি হোটেলে ছিলেন তাঁরা। প্রতিনিধি দলের দাবি, পুলিশের তরফে রবিবার সকালে তাঁদের একটি চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকায় এখনও ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই আইন মোতাবেক তাঁদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়। চিঠি হাতে পাওয়ার পর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা স্পষ্ট জানান, তাঁরা গ্রামে যাবেন। যে এলাকাগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সেখানে তাঁরা দল বেঁধে যাবেন না। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র ২ জন ওই গ্রামে ঢুকবেন।

১-ম পাতার পর

শাহজাহান কোথায় জানে পুলিশ? শুভেন্দুর দাবি অনুরণিত হল প্রধান বিচারপতির কণ্ঠে

পারবে। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

বলে রাখি, বুধবার দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে শেখ শাহজাহান। পুলিশের সঙ্গে দর কষাকষি চলছে তার। শুভেন্দুবাবুর সেই দাবি প্রশ্ন আকারে অনুরণিত হল প্রধান বিচারপতির কণ্ঠে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল বুধবার তাতে সংশোধনের আবেদন করে রাজ্য। সেই আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, এই রায় কেন সংশোধন প্রয়োজন। রাজ্যের আইনজীবী জানান, সিটের তদন্তে স্থগিতাদেশ জারি থাকলে শেখ শাহজাহানকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দেখাবে পুলিশ? রাজ্যের আইনজীবীর এই বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, তার মানে শেখ শাহজাহান কোথায় রয়েছে তা রাজ্য পুলিশ জানে? ইডির করা মামলা ছাড়াও গত ৪ বছরে সন্দেশখালি থানায় ৪৩টি FIR হয়েছে। তার অনেকগুলিতে শাহজাহানকে ফেরার বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ। সেই সব মামলায় তাকে গ্রেফতার করতে সমস্যা কোথায়?

২ পাতার পর

সন্দেশখালির পুলিশের অভিযোগ ক্যাম্পে একেবারেই নয়া চমকে দেওয়ার মতো অভিযোগ

অভিযোগ, শেখ সিরাজ এবং অজিত মাইতি তাঁর কাছ থেকে টাকা নেন। টাকা না দিলে জমি দখলের ভয় দেখান। ইতিমধ্যেই সিরাজ কে ২৫,০০০ টাকা এবং অজিত কে ১৫,০০০ টাকা দেন অভিযোগকারী। সেই টাকা ফেরত পেতেই এবার পুলিশের দ্বারস্থ অভিযোগকারী। অন্যদিকে বছর ৪৫ এর সামশুল মোল্লার অভিযোগ, কাঠপোল বাজার এলাকায় ছিল তাঁর টেলারিংয়ের দোকান। সিরাজ ওই এলাকায় মার্কেট করবে বলে উঠিয়ে দেন দোকান। দোকান দেওয়া হবে সামশুলকে। তবে অভিযোগ, বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই দোকান ফিরিয়ে দেননি সামশুলকে। তাই অগত্যা এবার দোকান ফেরত পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ সামশুল।

আমফানে ঘর বাড়ি ভেঙে গেলেও এখনও পাননি কোনও সাহায্য। তাই সরকারি সাহায্য পেতে পুলিশের ক্যাম্পে অভিযোগ নলো ধারার। পাননি বার্ধক্য ভাতার টাকাও।

২ পাতার পর

'এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এমন হৃদয়হীন!', তোপ নির্মলার

অপরাধ ঘটছে। কিন্তু পুলিশের একাংশের মেরুদণ্ড নেই। তাঁরা কার্যত শাসকদলের ক্যাডারে পরিণত হয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, "আদানি-অম্বানী নন, রেশন দেওয়ার কথা আমজনতাকে। শুধু ২০২২ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের মধ্যে মিড ডে মিল সংক্রান্ত ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে! এক জন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এমন হৃদয়হীন!" নির্মলা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী-দিদি নিজেই ২০১৯ সালে ২০১১ সালের কাটমানি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার মানে তিনি স্বীকার করছেন। কিন্তু তার পরেও কিছু হয়নি।"

২ পাতার পর

সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে এই জেলায়, ১ মার্চই ঢুকছে রাজ্যে

কমিশন।

এ রাজ্যের প্রতি জেলায় অন্ততপক্ষ পাঁচ কোম্পানি বাহিনী রাখার চেষ্টা করছে কমিশন। কিছু জেলায় পাঁচের কম বাহিনী থাকতে পারে। তবে মোটের উপর প্রথম ১০০ কোম্পানি বাহিনীকে এভাবেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। পরে আরও ৫০ কোম্পানি বাহিনী আসবে। এই কেন্দ্রীয় বাহিনী মূলত ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যই আসবে। জেলা পুলিশ সুপারের অধীনে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩০

১৬ লক্ষের বেশি 'ভুয়ো ভোটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভুয়ো ভোটার নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেহাত কম নয়। বিজেপির তরফ থেকে বারংবার এই দাবি করা হয়েছে। এবার সেই ভুয়ো ভোটারের তথ্য নিয়ে হাজির হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুই হাতে দুই ব্যাগ, তাতে লেখা ভুয়ো ভোটার। বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই ভোটার তালিকায় নাম ডবল এন্ট্রি করানো হচ্ছে। শুভেন্দুর বিস্ফোরক দাবি, অমিত রায় চৌধুরী নামক অ্যাডিশনাল সিইও আছেন যিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাগজপত্র সিইও অফিস থেকে পাচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাই আপার লেভেলের ক্লার্কদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার পরামর্শ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত কয়েক বছর যে সব অফিসারদের কাজে লাগাননি বা কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিয়ে অ্যাডিশনাল সিইও করা হোক।এভাবেই সিইও অফিসে ঢোকেন তিনি। জানালেন, সব তথ্য তিনি জমা দিয়েছেন। ভুয়ো ভোটার নিয়ে সিইও অফিসে তথ্য জমা দেওয়ার পর এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু। তিনি জানান, বিডিওদের ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় কারচুপি করা হচ্ছে। বিরোধী দলনেতার কথায়, "ভোটার তালিকা মনিটরিং করার পর দেখা গেছে, ১৬ লক্ষের বেশি একই নাম, একই বয়স এবং একই বাবার নামে ভোটার আছে। তৃণমূল যাতে দুটি করে ভোট দিতে পারে, তার জন্য এই ভুয়ো ভোটার। আমরা চুরিটাকে ধরেছি। রাজ্যের ৪২টা লোকসভা এলাকার ভোটার তালিকায় কোন কোন নাম ভুয়ো সেই সংক্রান্ত প্রায় ১৫,০০০ পাতার তালিকা জমা দিয়েছি।" শুভেন্দু জানান, তাঁরা ৬ জন প্রতিনিধি ৪টি করে মোট ২৪ ব্যাগ তথ্য জমা দিয়েছেন। ঠিক কতজনের নাম এই তালিকায় আছে সেটাও জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সংবাদমাধ্যমে তাঁর দাবি, ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ১৩২ জন ভুয়ো ভোটার আছেন। তবে তাঁরা চান না কারোর ভোটাধিকার চলে যাক। বিজেপি নেতা বলছেন, তাঁরা সিইও-কে দশ দিনের সময় দিয়েছেন। সকলের ভোটাধিকার থাকুক, কিন্তু ডবল এন্ট্রি যাতে না থাকে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। শুভেন্দু এও জানান, নতুন ভোটার তালিকায় আট লক্ষের বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম আছে।

সম্পাদকীয়

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে শান্তি ফিরেছে জঙ্গলমহলে

জঙ্গলমহল সফরে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার পুরুলিয়ায় সভা করার পর, বুধবার বাঁকুড়ায় একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। নির্বাচনের আগে এই জঙ্গলমহল সফরে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আদিবাসী ভোট, তাদের জন্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেছেন তিনি।একই সঙ্গে কটাক্ষ করেছেন গেরুয়া শিবিরকে। বিজেপির নেতাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, শুধু ভাষণ দেন, আর কিছু করেন না। গেরুয়া শিবির নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষকে প্রকল্প, প্রতিশ্রুতির কথা বলেন, ভোট মিটে গেলেই সেসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। ফের সুর চড়ান ১০০ দিনের বকেয়া নিয়েও। খালিস্তানি-মন্তব্য নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেছেন তিনি। বলেন, "শিখদের দেখলেই বলছে খালিস্তানি,পাগড়ি পরলেই নাকি খালিস্তানি। মুসলনাম নাম দেখলেই বলছে পাকিস্তানি।"

অন্যদিকে ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়েই মনে করালেন তাঁর জামানাতেই শান্তি ফিরেছে সেখানে। বাম জামানার শেষ দিকে জঙ্গলের অশান্তি, মাওবাদী উপদ্রব, রক্তপাত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃণমূল জামানায় বদল হয়েছে পরিস্থিতির। ক্ষমতার শুরু থেকেই মুখ্যমন্ত্রী রাস্তা সহ একাধিক বিষয়ে নজর দিয়েছেন জঙ্গলমহলের দিকে। সেকথাই আজ মনে করিয়েছেন তিনি। এদিন মমতা বলেন, "আগে এসব জেলাতে অনেক অত্যাচারে, রক্ত ঝরত। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে জঙ্গলমহলের মানুষ শান্তিতে বাস করছে। তাঁদের ছেলে মেয়েরা স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, মানুষের মতো মানুষ হচ্ছেন।" বাঁকুড়ার মানুষের জন্য সরকারের নেওয়া উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথাও তুলে ধরেন তিনি। জানান, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-সোনামুখি তিনটি মিউনিসিপ্যালিটির জন্য ১৬৪ কোটি ব্যয়ে তৈরি হয়েছে তিনটি পানীয় জল প্রকল্প, ১০১১ কোটি খরচে বাঁকুড়া-১,২, বড়জোড়া, শালতোলা সহ জেলার ব্লকগুলিতে তৈরি হয়েছে বড় বড় পানীয় জলের প্রকল্পে, যাতে ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন ১৭ লক্ষ মানুষ। ১০৭৮ কোটি খরচে ইন্দপুর, তালড্যাংরা, মেজিয়া এবং গঙ্গাজলঘাটিতে তৈরি হচ্ছে পানীয় জল প্রকল্প, এতে উপকৃত হবেন ৬ লক্ষ মানুষ। একগুচ্ছ রাস্তার কথাও এদিন উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী দিনে রাজ্য সরকার কী কী করতে চলেছে এলাকার জন্য, সেগুলির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ডানকুনি থেকে পানাগড়, বড়জোড়া, বাঁকুড়া হয়ে রঘুনাথপুর পর্যন্ত তৈরি হবে ট্রেড করিডোর, এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাস্তার দু" পাশে শুধু শিল্প তৈরি হবে।" তাতে বিপুল কর্মসংস্থান হবে বলেও উল্লেখ করেন।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার হয়রান ও হেনস্থা শিকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সন্দেশখালি মতন ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই ঘটে রয়েছে, সন্দেশখালি প্রতিবাদ হচ্ছে তাই মানুষ জানতে পারছি, অন্যদিকে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লক এ হেদিয়া গ্রামে গোমড়ে হাড়ি ভাঙছে সাধারণ মানুষ। সেই গ্রামে বসবাসকারী দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার শারীরিক মানসিক প্রশাসনিক হেনস্তায় শিকার। রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের একশ্রেণীর আধিকারিকরা কৌশল করেই হেনস্তা করার পরিকল্পনা যেন আধা জল খেয়ে লেগেছে মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে। যত দিন যাচ্ছে সমস্ত কাজে বাধার পরিকল্পনা করছে প্রশাসনের আধিকারিকরা। সাধারণ মানুষের যে কাজ পাঁচ দিনে করে দিচ্ছে কোন কিছুর বিনিময়ে বা কারোর কথা মতন, সেই কাজ করে দিতে সম্পাদক পরিবারের মাসের পর মাস বছরের পর বছর নিয়ে নিচ্ছে প্রশাসনের কর্তারা। একদিকে প্রশাসনিকভাবে হয়রান অন্যদিকে শারীরিক মানসিক অত্যাচার এতে অব্যাহত রয়েছে এই পরিবারের। তবে সমস্ত ঘটনা পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে আধিকারিকদেরকে বারবার মৃত্যুঞ্জয় সরদার জানিয়েছেন, আর তাদের সহযোগিতায় হেনস্থার তার নমুনাটা কয়েক গুণ কমেছে। তার জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার জন্য সরকারি অফিসে কম্পিউটার রেকর্ড করাতে হয়রানি করাচ্ছে, অন্যদিকে তার জমির ভিতরেই কয়েকটি নাম ঢুকিয়ে দিয়েছিল নেতাদের কৌশলে। তবে প্রশাসনিক বারবার দরবার করে সেটা চিহ্নিতকরণ করে নামগুলো বাতিল হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্পাদকের একটি জমি নিয়ে যদি হয়রান হতো তাহলে হয়তো প্রশাসনের একাংশ বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠত না। তবে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থা আরো বেহাল দশায় বর্ণিত হচ্ছে, সম্পাদক তপশিলি জাতি বলে এ হেলো হয়রান কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিসের কারণে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ক্যানিং মহাকুমার আধিকারিক থেকে ব্লক আধিকারিকদের কাছে হয়রানি হতে হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে। ক্যানিং সাধারণ মানুষের জন্য একরকম ভাবে প্রশাসনিক ট্রিট করা হচ্ছে, আর সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জন্য সেইটার বিষয়ে হয়রান করাচ্ছে। একি সবকিছু কোন এক রাজনৈতিক নেতার আঙ্গুল হেলানির জন্যই হচ্ছে প্রশ্ন উঠছে। না হলে কেনই বা এ ঘটনা বারবার ঘটছে। প্রশাসনিকভাবে কি বোঝাতে চাইছে সর্দার পরিবারের উপর।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার একদিকে জাতীয় স্তরের বেশ কিছু সাংবাদিক সংগঠনের মাথা রাজ্যের, অন্যদিকে চলচ্চিত্র জগতে বেশ কিছু স্বল্প চিত্রের পরিচালক। এছাড়াও বর্তমানে তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক, নিউজ সারাদিন নামে দৈনিক একটি পোর্টালের মালিক। বর্তমানে তার লেখা তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন পাবলিকেশন থেকে, এরপরেও লোকাল রাজনৈতিক নেতা পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাধারণ ব্যক্তি সরদার পরিবারকে আখ্যা দিচ্ছে , এরপরেও সাধারণ জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতা হলে তারপর সে অসাধারণ হবে তেমনি ইঙ্গিত প্রশাসনের তরফ থেকে পাওয়া গেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলে প্রশাসন যদি সত্যিকারে কাজ করে তাহলে কে প্রকৃত নেতা, আর কে নেতা নয় মানুষ কি চাইছে আর কি চাইছে না- আর আমার লোকজন আছে সেটা আমি বাস্তবে দেখিয়ে দিতে , লোকাল পুলিশ প্রশাসন যেসব ব্যক্তিদের আইনগতভাবে আটকে এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না তাদেরকে ঢুকতে দিক তাহলে প্রমাণ পেয়ে যাবে কার কত জনসমর্থ আছে। আমাদেরকে কেউ সাপোর্ট করে না কেউ পিছনে নেই আমি একা এমনই কথা অনেকের মুখ থেকে শোনা যায়, তাহলে কুড়িটা বছর কিভাবে আমি লেখালেখি জগতের সাথে মেরুদন্ড সোজা করে রেখে আজকের দিন পর্যন্ত কাজ করে চলেছি। এক্ষুনি সত্যি কথাগুলো সবার সামনে নিয়ে আসলে আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়া হবে বিগত দিনে দেয়া হয়েছিল। তবে যেসব রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে আজ আমার পরিবারের নিরাপত্তা দিচ্ছে না পুলিশ, আগামী দিনে পুলিশ জানবে

ক্রমশঃ

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মা সরস্বতীর জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী, ললিতকলার দেবী। তাই রবীন্দ্রনাথের সময়ে সরস্বতীর দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে সরস্বতী পুজো উৎসব আকারে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের "পুরষ্কার" কবিতায় আবেগঘনভাবে সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, নেপাল ও বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নন্দীগ্রামের সঙ্গে তুলনা করবেন না,

সন্দেশখালির নাম না করে বাঁকুড়ায় বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির আন্দোলনকে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছে বিজেপি। এর আগে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ নন্দীগ্রামের সঙ্গে কেন পার্থক্য সন্দেশখালির আন্দোলনের তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে সন্দেশখালির আন্দোলনের সঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের প্রার্থক্য রয়েছে তা জানিয়ে দিলেন।রাজ্যের বকেয়া টাকা নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এদিন সরব হন মমতা। তিনি বলেন, '৫৯ লক্ষ মানুষকে কাজ করিয়ে নিয়ে পয়সা দেয়নি কেন্দ্র। দরিদ্র মানুষদের বঞ্চিত করেছে। কাউকে পাগড়ি পরতে দেখলে বলছে খালিস্তানি। আমাদের অনুকরণ করে পরিবারের একজনকে এখন লক্ষীর ভাণ্ডার দেওয়ার কথা

বলছে বিজেপি। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে দু'টি আসনে জিতে তারা কী কাজ করেছে?'বুধবার বাঁকুড়ার খাতড়ার সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচির মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, 'সিঙ্গুর-সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম-নন্দীগ্রাম, খাতড়া-খাতড়া। একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করবেন না।' পাশাপাশি তাঁর পরামর্শ, ' ভুল করে নিজেরা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়বেন না। কোথাও রক্ত ঝরুক, অত্যাচার হোক, এ চাই না আমি। যারা বড় বড় কথা বলছে, খুলব তাদের ভাণ্ডার? অনেক কিছু জমা আছে। আস্তে আস্তে যখন খুলব, দেখবেন, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির আন্দোলন শুরু হওয়ার পর,নন্দীগ্রামের সঙ্গে তার কিসে কিসে মিল অমিল তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে।এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের বক্তব্য, ২০০৭ সালের গোড়া থেকে নন্দীগ্রাম হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সেখানে পুলিশ-প্রশাসন ঢুকতে পারত না। তার পরে সেই বছর ১৪ মার্চ যখন পুলিশ তেখালি ব্রিজ পেরিয়ে নন্দীগ্রামে প্রবেশ করেছিল, সে দিন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৪ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। যদিও সন্দেশখালিতে এখনও তেমন কিছু হয়নি। সেখানে মানুষের ক্ষোভ আছে ঠিকই। কিন্তু পুলিশ ঢুকতে পারছে। যাচ্ছেন শাসকদলের নেতা এবং রাজ্যের মন্ত্রীরাও। প্রশাসনের বাধা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলি সন্দেশখালিতে প্রবেশ করতে। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেনি। এখানে সরকার কারও জমি কেড়ে নেয়নি। ক্ষোভের আগুন ব্যক্তির অত্যাচরের বিরুদ্ধে। তাই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে এর তুলান উঠিত নয় বলেই মনে করে শাসকদল।

সিনেমার খবর

আম্বানির পুত্রের প্রাক-বিবাহে অতিথি তালিকা যেন চাঁদের হাট! থাকছেন রিহানা-বিল গেটস-শাহরুখ খান

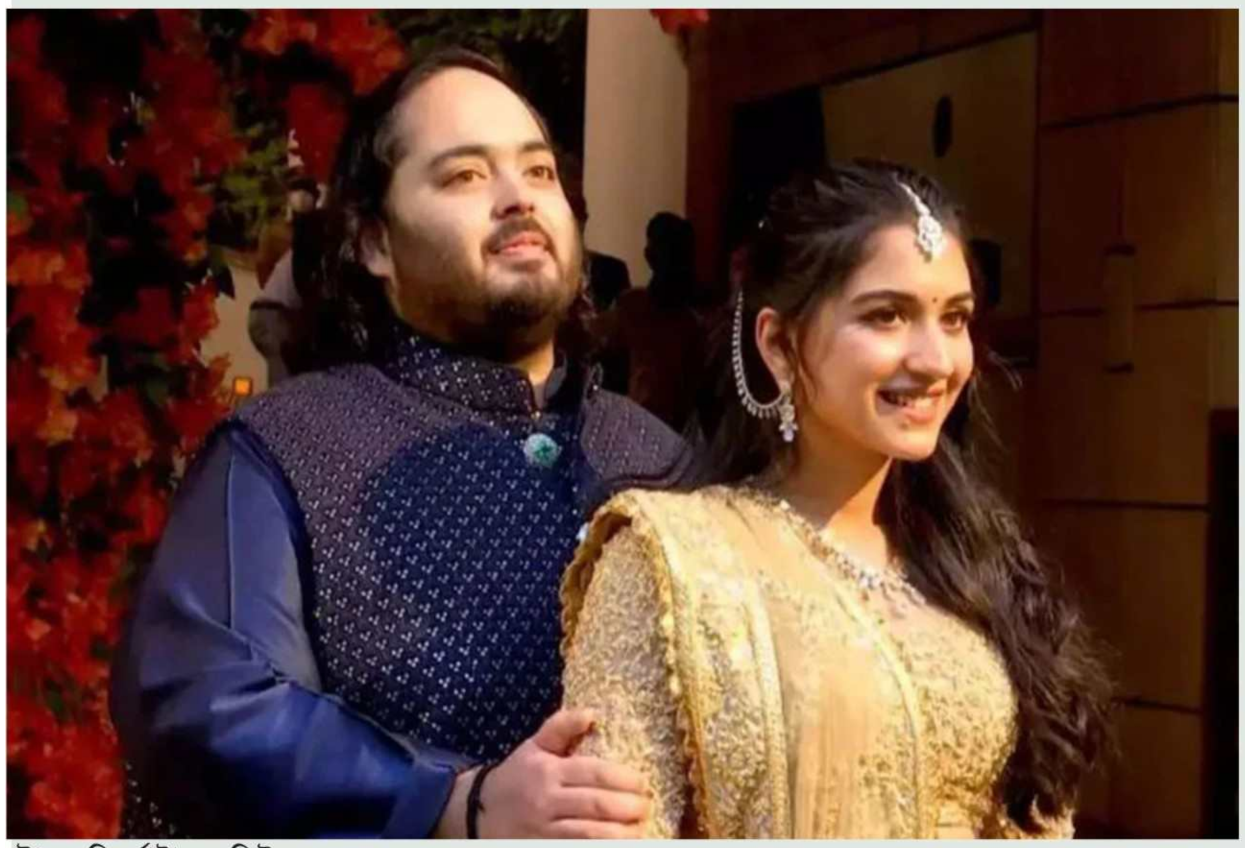

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রিলায়্যান্স কর্তা মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠপুত্র অনন্ত আম্বানি আর রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের খবরে সরগরম ভারত। বিবাহ পূর্বক আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের বিনোদন জগৎ জ্বরে কাঁপছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুসারে, মার্চের শুরু থেকে টানা তিন দিন ধরে চলবে তাদের প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান। রিলায়্যান্স প্রধান মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠপুত্রের বিয়েতে থাকছে ব্যাপক চমক।

গুজরাতের জামনগরের এই আয়োজনে যোগ দিচ্ছেন দেশ-বিদেশের বহু তারকা ও অতিথি। এক থেকে তিন মার্চ পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। অনন্ত-রাধিকার প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে এক সূত্রে বাঁধা পড়বে হলিউড, বলিউড এবং দক্ষিণী সিনেমাজগৎ। খবর বের হয়েছে, ওই অনুষ্ঠানে সপরিবারে যোগ দেবেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, আমির খান, রজনীকান্তের মতো অভিনেতারা। থাকবেন সালমান খান এবং অক্ষয় কুমারও। কারিনা কাপুর-সাইফ আলি খান, রণবীর সিংহ-দীপিকা পাড়ুকোন থেকে আলিয়া ভাট-রণবীর কাপুর, অজয় দেবগন-কাজল, ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ, বরুণ ধাওয়ান, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, শ্রদ্ধা কাপুর। তালিকায় কোন নামি বলিউড অভিনয় শিল্পী নেই সেটাই দেখার বিষয়।

শুধু অভিনেতারা নন, থাকার কথা মাইক্রোসফটের প্রধান বিল গেটস, মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গ, ব্ল্যাকরকের সিইও ল্যারি ফিঙ্ক, ডিজনির সিইও বব ইগার, অ্যাডবের সিইও শান্তনু নারায়ণেরও। এছাড়াও ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প,ওব্যাঙ্ক অব আমেরিকা'র চেয়ারম্যান ব্রায়েন থমাস ময়নিহান, ভুটানের রাজা-রানির মতো ব্যক্তিরাও রয়েছেন ওই দিনের অতিথি তালিকায়।

তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বের পোশাক পরিকল্পনা, থাকা, যাতায়াত সংক্রান্ত অনুষ্ঠানসূচি এবং নিয়মাবলি ইতোমধ্যে অতিথিদের কাছে পৌঁছে গেছে। তিন দিন ধরে অনুষ্ঠেয় এই অনুষ্ঠানে রয়েছে বিভিন্ন পর্ব। প্রতিটি পর্বের জন্য রয়েছে আলাদা থিম। সেই থিম অনুযায়ী পোশাক পরিকল্পনা করা হয়েছে হবু বর-কনের। সেই অনুযায়ী সাজতে হবে অতিথিদেরও।

তিন দিন ধরে এই উৎসব সাজানো হয়েছে নানা রকম অনুষ্ঠান। অনন্ত-রাধিকার প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন হলিউড পপ-গায়িকা রিহানা। তার সঙ্গে দেখা যাবে ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিংকেও। থাকবেন অজয়-অতুল, এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ। শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের মনোরঞ্জনের কথাই ভাবেননি আম্বানিরা। ছোটদের জন্য থাকবে ম্যাজিক! ম্যাজিশিয়ান ডেভিড ব্লেনের হাতের কারসাজিতে ভরে উঠবে অনন্ত-রাধিকার প্রাক-বিবাহ আসর।

প্রিয়াঙ্কা-শাহরুখের প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন বিবেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই পছন্দ করেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। নিজের কর্মজীবন ও পরিবার নিয়েই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন তিনি। তবুও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি তার। শোনা যায়, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান অভিনেতা। শুধু তাই নয়, শাহরুখের গায়ে লাগে সমকামী তকমা। বলিউডের প্রথম সারির পরিচালক করণ জোহর থেকে শুরু করে প্রযোজক বিবেক ভাসওয়ানির সঙ্গে নাকি তার সম্পর্ক ছিল। তবে শাহরুখকে নিয়ে এই গুঞ্জন কতটা সত্যি? এ ব্যাপারে এবার মুখ খুললেন শাহরুখের 'জোশ' সিনেমার প্রযোজক বিবেক।

শাহরুখ খান তখন বিবাহিত। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্রেম করেন শাহিদ কাপুরের সঙ্গে। যদিও পর্দায় শাহরুখ-প্রিয়াঙ্কা জুটি তখন বিপুল জনপ্রিয়। তাদের রসায়ন নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল দর্শকমহল। শোনা যায়, সে সময়েই তলে তলে ব্যক্তিগত জীবনেও সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তার 'সম্পর্ক' নিয়ে মুখ খোলেননি শাহরুখও। বরাবরই প্রিয়াঙ্কাকে সহকর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

তবে শাহরুখের দীর্ঘ দিনের বন্ধু প্রযোজক বিবেক ভাসওয়ানি বলেন, 'এসব পুরোটাই গুজব, শাহরুখ 'ওয়ান ওম্যান ম্যান'। জীবনে গৌরী ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসেনি।'

এবার যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সে শাহরুখের সঙ্গে আলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আট বছর আগে 'ডিয়ার জিন্দেগি' সিনেমায় শাহরুখ খানের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে অভিনয়ে আলো ছড়িয়েছিলেন আলিয়া ভাট।

এরপর এই জুটিকে এক সিনেমায় আর দেখা যায়নি। এই সময়ের মধ্যে আলিয়া-শাহরুখ একসঙ্গে বিজ্ঞাপনের কাজ করলেও সিনেমায় আসেননি। অবশেষে তাদের এক সিনেমায় আনছেন নির্মাতা আদিত্য চোপড়া। স্পাই ইউনিভার্স তাদের আগামী সিনেমায় শাহরুখ-আলিয়ার যোগসূত্র তৈরি করতে চাইছে। সিনেমার চিত্রনাট্যও প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছে, যেখানে আলিয়াকে দেখানো হয়েছে শাহরুখের বাড়ির একজন আশ্রিতা হিসেবে।

২০১৬ সালে 'ডিয়ার জিন্দেগি' সিনেমায় শাহরুখের রোগীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আলিয়া। মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পেতে চিকিৎসক শাহরুখের পরামর্শ নিতে নিতে একপর্যায়ে তার প্রেমে পড়ে যান আলিয়া, যদিও শাহরুখের কাছ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। সিনেমায় আলিয়া সেই অর্থে শাহরুখের নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেননি। বরং শাহরুখ-আলিয়ার অন্য রসায়ন পেয়েছে দর্শক।

আলিয়া কিছুদিন হল 'জিগরা'র শুটিং শেষ করেছেন। এছাড়া তার হাতে আছে সঞ্জয় লীলা বানসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সিনেমাটি। এ সিনেমায় রাণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশল অভিনয় করেছেন। এদিকে শাহরুখের নতুন কিছু কাজের খবর সংবাদমাধ্যমে এলেও, সেগুলোর মধ্যে কোনটি তিনি আগে শুরু করবেন, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

বিদ্যুতের অ্যাকশন, নোরার নাচ, অর্জুনের ভয়- এক ছবিতে আরও কত কি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কমান্ডো সিরিজে একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন বলিউড অভিনেতা বিদ্যুৎ জামওয়াল। গত কয়েক বছরে 'খুদা হাফিজ', 'খুদা হাফিজ ২' ছবিতেও অ্যাকশন হিরো অবতারে দেখা গেছে বলিউডের কমান্ডোকে। যদিও কিছুদিন আগে মুক্তি পাওয়া ছবি 'আইবি ৭১' ছবিতে একজন ইন্টেলিজেন্সের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এ অভিনেতা।

এবার অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার ছবিতে নজর কাড়ার জন্য প্রস্তুত তিনি। পরিচালক আদিত্য দত্তের নতুন স্পোর্টস অ্যাকশন সিনেমা 'ক্র্যাক'-এ অন্যতম এক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন বলিউডের ড্যান্সিং ডিভা নোরা ফাতেহি। পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল ও অ্যামি জ্যাকসন।

এ সিনেমায় বিদ্যুৎ শুধু অভিনয়ই করেননি, সিনেমাটির সহপ্রযোজনাও করেছেন। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক আদিত্যই। যার শুরু থেকে শেষ অবধি চমক। নায়ক মুম্বাইরবস্তির বাসিন্দা। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে কীভাবে সে এক্সট্রিম স্পোর্টসের দুনিয়ায় প্রবেশ করে তা নিয়েই গল্প এগোয়। ছবির প্রকাশ হওয়া ট্রেইলারে বিদ্যুৎ,অর্জুনকে বিপজ্জনক স্টান্ট এবং অ্যাকশন সিকোয়েন্স করতে দেখা যায়। অভিনেতা ও প্রযোজক বিদ্যুৎ বলেন, 'সময় বদলেছে। দর্শকের রুচিও। এখন আর কোথাও কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। মালভূমি ছাপিয়ে পর্বতপ্রমাণ হতে হবে।'

পরিচালক আদিত্য দত্ত বলেন, 'ক্র্যাক' এমন এক স্ক্রিপ্ট, যা নিয়ে আমি গত চার বছর কাজ করেছি। নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এমন এক গল্প বলেছি, যেখানে স্পোর্টস, গেমিংয়ের মতো খেলার জগৎ অ্যাকশন,নাটকীয়তা এবং রোমাঞ্চে মিশে গিয়েছে।"

সদ্য মুক্তি পেয়েছে 'ক্র্যাক'-এর ট্রেইলার। আর এই ছবিতে রয়েছে একাধিক অ্যাকশন দৃশ্য। অভিনেতা অর্জুন রামপালের কাছে সিনেমার স্টান্ট কোনো ব্যাপারই নয়, এমনটাই জানেন সবাই। তবে 'ক্র্যাক' ছবিতে কাজের সময় স্টান্ট করাই নাকি সবচেয়ে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্জুনের কাছে। কিন্তু কেন? 'ক্র্যাক'-এর ট্রেইলার লঞ্চ ইভেন্টে অর্জুন রামপাল বলেন, 'ছবিটি যেমন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনই ভয়ও পাইয়ে দিয়েছে। ছবির শুটিংয়ে আমি স্লিপড ডিস্কের শিকার হয়েছিলাম এবং একেবারেই বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আমাকে হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল।'

'ক্র্যাক'-এর শুটিংয়ে চোট পেয়েছিলেন নোরাও। শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, 'অর্জুন স্যার স্টান্ট করছিলেন, বিদ্যুৎ স্যারও স্টান্ট করছিলেন, তাই আমিও ডবল ছাড়াই স্টান্ট করতে চেয়েছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে একটি দৃশ্যে আমরা দু'জনেই দ্রুত যাচ্ছিলাম। দু'জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ওঁর কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল আর আমিও ওঁর পেছনে ছিলাম। তাই আমি কখন পড়েছিলাম, তিনি জানতেনই না। তিনিই আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন, তাও কংক্রিটের রাস্তা বরাবর...'

এ ছবিতে একটি গানে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রকেও। তিনি বলেন, 'প্রথমবার গণেশ আচার্যের কোরিওগ্রাফিতে কাজ করে দারুণ অভিজ্ঞতা হলো। দেখে মনে হয় হুক স্টেপটা খুব কঠিন, কিন্তু আসলে গণেশের টার্গেট থাকে গানের আসল স্টেপগুলো, যাতে আট থেকে আশি সবাই পা মেলাতে পারেন। তাই একেবারে সহজ স্টেপ দেন তিনি। এগানেও সব রাজ্যের সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখানো হয়েছে। বাংলা থেকে আমি ছিলাম, সেটি আমার খুব ভালো লেগেছে।'

রাজনীতি করলে অভিনয় ছাড়তে হবে, আমি সেটা পারব না: ঋতুপর্ণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা। এর আগে বহুবার বাংলাদেশেএসেছিলেন সিনেমার শুটিংয়ের জন্য। কিন্তু এবার তিনি এসেছেন মহানায়িকা 'সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব'-এর জন্য। গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় আসার পর উৎসব, সিনেমাসহ নানা বিষয়ে কথা হয় তাঁর সঙ্গ...

কেমন আছেন?

মিলিয়ে-মিশিয়ে ভালোই আছি।

মিলিয়ে-মিশিয়ে থাকার মানেটা কি, জানতে চাই...

ভালো দিকটাই উল্লেখ করতে চাই। কারণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমন একটা জীবন পেয়েছি, যেখানে অনেক দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছি। মিলিয়ে-মিশিয়ে বললাম কারণ বিগত কয়েক মাসে আমাকে প্রচণ্ড ঘুরতে হচ্ছে।মুম্বাই, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-অনেকগুলো ছবির কাজ চলছে।

এই যে দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছেন, কখনও ক্লান্ত লাগে না?

[হাসি] এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। দেখুন, আমরা তো সহজে কিছু পাইনি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আজকে এই জায়গায় এসেছি। ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজকরা এখনকার মতো এতটা 'করপোরেট' ছিলেন না। এখনকার মতো এত পারিশ্রমিকও ছিল না। এসি ফ্লোর ছিল না, মেকআপ ভ্যান তো দূরের কথা। সিনেমা মুক্তি পেলে শুক্রবারের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন আর রাস্তায় কিছু পোস্টার-তাই টিকে থাকার গুরুত্বটা বুঝি।

এখনও সাফল্যের জন্যপরিশ্রমেই বিশ্বাস রাখেন?

অবশ্যই। এখনও পরিশ্রম করছি, ভবিষ্যতেও করব। দেখুন, আমার জীবনে যেমন প্রাপ্তি প্রচুর, পাশাপাশি অনেক প্রতিবন্ধকতাও এসেছে। প্রচুর স্বার্থত্যাগ করেছি শুধু সিনেমাকে ভালোবেসে। সাফল্য যদি পরিশ্রমের মাধ্যমে আসে, তাহলে তার স্বাদটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশে এবার এলেন মহানায়িকার কারণে... আয়োজনটি নিয়ে বলবেন?

মহানায়িকা সুচিত্রা সেন বাংলা সিনেমার প্রতিটি অভিনয়শিল্পীর জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁকে নিয়ে নিউইয়র্কে আগামী এপ্রিলে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব'। ওই উৎসবের স্মারক উন্মোচন করা হলো ঢাকায়।

স্মারক উন্মোচন আয়োজনে আপনার বন্ধু নায়ক ফেরদৌস রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে বললেন...

রাজনীতি নিয়ে খুব একটা ভাবিনা। কারণ, এটা আমার সঙ্গে যায় না। আমি একসঙ্গে দুই কাজ করতে পারিনা। রাজনীতি করতে হলে অভিনয় ছাড়তে হবে। আমি সেটা পারব না। অভিনয় নিয়েই থাকতে চাই।

আপনার কাজ দর্শক জানেন; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন...

ব্যক্তিজীবনে আমি নিজের মতো থাকতে পছন্দ করি। দুই সন্তানের মা। মেয়েকে সিঙ্গাপুরের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। ওএখন ক্লাস সিক্সে পড়ছে। ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে।

এ বয়সেই পায়ের জাদু জানেন তারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান ফুটবলে তারকাদের ভিড়ে তরুণরা থাকেন আড়ালে। তাদের নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। তবে এমন অনেক তরুণ ফুটবলার আছেন, যারা কিনা অনেক তারকা খেলোয়াড়ের চেয়েও বেশি নিখুঁত। তাদের মধ্যে জুড বেলিংহামের নামটা বাদ দিলেও আরও ছয়-সাতজনের কথা বলতেই হয়, যারা কিনা কেবল গোল করেই নন, কেউ গোল বানিয়ে দিয়ে, কেউ প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে আক্রমণের সুযোগটা তৈরি করে দেন। হয়তো এদের অনেকে আবার নিয়মিত একাদশেও থাকেন না। কিন্তু যখনই নামেন মাঠে বল পায়ে তাদের কারিকুরি দেখে মুগ্ধ হন সবাই।

এমন তরুণ জাদুকরদের থেকে সেরা কয়েকজন জাদুকর বাছল ফুটবলের পরিসংখ্যান, রেকর্ড এবং খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা ওয়েবসাইট 'ডেটা এমবি'। চলমান মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের সব ক্লাবে যে কয়েকজন অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলার রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে সফল ড্রিবলারের তালিকা প্রকাশ করল এই ওয়েবসাইটটি। যেখানে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার তরুণ খেলোয়াড়ের পাশাপাশি ইংল্যান্ড ও জার্মানির খেলোয়াড়ও স্থান পেয়েছেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ মৌসুমে শীর্ষ পাঁচ লিগে অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলারের মধ্যে সবচেয়ে সফল ড্রিবলার ব্রাজিলের স্যাভিও। এবার লা লিগায় চমক দেখানো জিরোনার অন্যতম সারথিও তিনি। ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে পিএসভির কাছ থেকে পেয়েছিল জিরোনা। মূলত ধারে স্পেনের ক্লাবটিতে খেলছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ম্যানচেস্টার সিটিরও কথাবার্তা চলছে। হয়তো সামনের গ্রীষ্মে পেপ গার্দিওলার ডেরায় দেখা যাবে। এর মধ্যে বল পায়ে নৈপুণ্য দেখাচ্ছেন তিনি। সবচেয়ে বেশি ১১৬টি সফল ড্রিবলিংয়ে তাঁরই নাম। যেখানে স্যাভিওর সমবয়সী কেউ নেই। যে তালিকায় দুইয়ে আছেন আর্জেন্টিনার সোলে। তাঁর সফল ড্রিবলিং ৭৯টি। যদিও সিরি-এ লিগে খেলা এই তরুণের দল ফ্রসিনোনের অবস্থা মোটেও ভালো না। এই দু'জন ড্রিবলিংয়ে জাদু দেখালেও নেই খুব একটা আলোচনায়। কিন্তু যারা বড় ক্লাবে নাম লেখিয়ে শুরুতেই সুনাম কুড়িয়েছেন, তারা এই দৌড়ে নিচের দিক থেকেও আছেন দর্শকদের মুখে মুখে। যাদের একজন বার্সার লামিন ইয়ামাল। অল্প বয়সে কাতালানদের মূল টিমে ডাক পাওয়া এই তরুণের গোলের পাল্লা খুব একটা ভারী না হলেও ড্রিবলিংয়ে এরই মধ্যে সেরা তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। শীর্ষ পাঁচ লিগে তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ড্রিবলারদের দৌড়ে তিনি আছেন তিনে। বার্সার মূল দলে নাম ওঠানোর পর চলমান মৌসুমেই ৭২টি সফল ড্রিবলিং করেছেন এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। কয়েক দিন আগে নকআউটে খেলা সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ও হন এই ইয়ামাল।

এর পরই আছেন জাভি সিমন্স। পিএসজিতে অবহেলিতে এই ডাচ তরুণ লাইপজিগে যাওয়ার পর নিজেকে যেন ফিরে পেতে শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত মৌসুমে ৬৮টি সফল ড্রিবলিং করেছেন তিনি। যাঁর আশপাশে আছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলা আর্জেন্টিনার গার্নাচো। নিয়মিত একাদশে দেখা না গেলেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে আইডল মানা এই তরুণের সফল ড্রিবলিং সংখ্যা ষাটের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। যে পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদের বর্তমান গোলমেশিন জুড বেলিংহামকেও। কয়েক দিন আগে চোটের কবলে পড়া এই ইংলিশ মিডফিল্ডারের ড্রিবলিং ৫৭টি। এই কয়েকজনের বাইরে বায়ার্ন মিউনিখে খেলা আরেক তরুণ জামাল মুসিয়ালাও বল পায়ে চমৎকার সব চমক দেখাচ্ছেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমে বাভারিয়ানদের জার্সিতে যে কয়েকটি ড্রিবলিংয়ে অংশ নেন তিনি, তার মধ্যে সফল হন ৫৭টিতে। হালান্ড, লেভানডস্কি, এমবাপ্পে কিংবা সালাহদের ভিড়ে এদের আলো হয়তো বেশিদূর এখনও পৌঁছেনি। তবে এমবাপ্পেদের জামানা শেষ হলে এদের কেউ কেউ বসবেন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। বলতে পারেন এই ক'জনের মাঝেই লুকিয়ে আগামীর এমবাপ্পে কিংবা হালান্ড।

আলভেজকে আর্থিক সাহায্য করে
তোপের মুখে নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ধর্ষণ মামলায় ব্রাজিলিয়ান তারকা দানি আলভেজকে সাড়ে চার বছরের কারাদণ্ড ও দেড় লাখ ইউরো জরিমানা করেছে স্পেনের আদালত। আর জরিমানার সেই অর্থ জোগান দিয়েছে নেইমারের পরিবার।

তাতে আলভেজের শাস্তির পরিমাণও কিছুটা কমেছে। ব্রাজিল ও বার্সেলোনা দলের সাবেক সতীর্থ আলভেজকে আর্থিক সাহায্য করায় নেইমারের উপর চটেছেন ব্রাজিলের ওয়ার্কাস পার্টির প্রেসিডেন্ট গ্লেইসি হফম্যান।

ফুটবল এস্পানা পত্রিকাকে হফম্যান বলেছেন, 'ধর্ষক দানি আলভেজের শাস্তিটা অনুকরণীয়। এটা দেখিয়েছে, সমাজ যৌন হেনস্তাকারী আর নারীবিদ্বেষীদের বরদাস্ত করে না।'

হফম্যান এরপর যোগ করেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে সে অর্থ ধার করেছে নেইমারের কাছ থেকে। সে ক্ষতিপূরণ দিয়ে শাস্তি কমিয়েছে, যা কিনা ভুক্তভোগীর সমস্যার সমাধান করবে না। এটা তাদের যন্ত্রণাও লাঘব করতে পারবে না।'

শুনানিতে নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আলভেজ। আদালতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন এই ব্রাজিলিয়ান। আলভেজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার একটি নাইটক্লাবে এক যুবতী নারীকে ধর্ষণ করেছেন তিনি। এই অভিযোগে পরের মাসে বার্সেলোনায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্পেনের আদালত তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তখন থেকেই বার্সেলোনার একটি কারাগারে আছেন বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্ডার।

স্পেনের গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাইটক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে ছিলেন ওই নারী। সম্মতি ছাড়াই আলভেজ নাকি তার অন্তর্বাসের নিচের দিকে স্পর্শ করেন। ওই নারীর অভিযোগ, আলভেজ তাকে চড় মারেন এবং নাইটক্লাবের বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

এদিকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া এই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি জেলেই আত্মহত্যা করতে পারেন বলেও সন্দেহ অনেকের। সে কারণে অ্যান্টি সুইসাইড প্রটোকল চালু করেছে জেল কর্তৃপক্ষ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম টিভি চ্যানেল 'টেলেসিনকো'র অনুষ্ঠান 'ফিয়েস্তা'কে এ কথা জানিয়েছেন কারাগারে আলভেজের সঙ্গে একই কক্ষে থাকা আরেক কয়েদি।

ব্রাজিলের হয়ে আলভেজ খেলেছেন ১২৬ ম্যাচ। গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে ম্যাচে ব্রাজিলের অধিনায়কত্ব করেন তিনি। এছাড়াও ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ের মালিক আলভেজ। একসময়ের সতীর্থ লিওনেল মেসির সমান ৪৪ শিরোপা নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে আছেন তিনি।

লিভারপুলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ম্যানসিটি

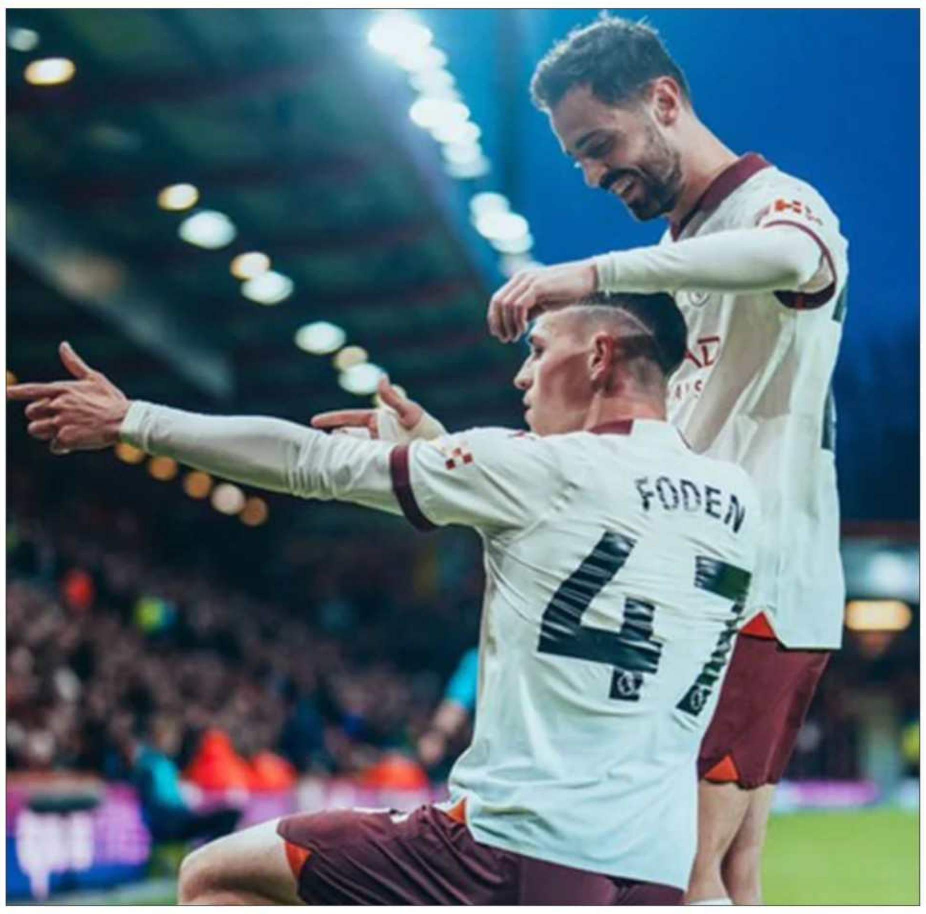

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিগে মৌসুমের প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে বোর্নমাউথকে উড়িয়ে দিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি। ফিরতি দেখাতেও জয় পেয়েছে বটে, কিন্তু সেজন্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে। ফিল ফোডেনের গোলে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।

ভাইটালিটি স্টেডিয়ামে ম্যাভের ২৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ফোডেন। আরলিং হালান্ডের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ফিরতি শটে জাল খুঁজে নেন তিনি।

বিরতির পর ম্যাচে ফেরার দুইটা ভালো সুযোগ পেয়েছিল বোর্নমাউথ। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি স্বাগতিকরা। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়।

এই জয়ে লিভারপুলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ম্যান সিটি। ২৬ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

চোট না সারায়
হাঁটুতে অস্ত্রোপচার লাগবে লিচের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কমছে না হাঁটুর ফোলা। বেশ অস্বস্তিতে আছেন জ্যাক লিচ। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে অস্ত্রোপচার করাতে হবে ইংলিশ বাঁহাতি স্পিনারকে। ভারত সফরে চলতি টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের প্রথম দিনই ফিল্ডিংয়ের সময় হাঁটুতে চোট পান লিচ। পরদিন সেই চোট আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। আঘাতের জায়গা ফুলে ওঠে অনেকটাই। মাঠের বাইরে তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায়।

চোট নিয়েই হায়দরাবাদ টেস্টের পুরোটা খেলেন লিচ। প্রথম ইনিংসে ছোট ছোট স্পেলে ২৬ ওভার বোলিং করেন তিনি। এমনকি দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যথা সয়ে ১০ ওভার বোলিং করেন। দুই ইনিংসে উইকেট নেন একটি করে। ওই ম্যাচের পর আর অনুশীলনে ফিরতে পারেননি লিচ। ছিটকে যান মাঠের বাইরে। এরপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেশে। আগামী মঙ্গলবার অস্ত্রোপচার করানো হবে তার।

গত জুনেও চোট পেয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে পড়েছিলেন লিচ। তাকে অ্যাশেজেও পায়নি ইংল্যান্ড। সাত মাসের বেশি সময় পর ফিরে আবার পড়লেন চোট সমস্যায়। বিবিসিকে ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বললেন, অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সেরে উঠে মাঠে ফেরার তর সইছে না তার।

তিনি জানান, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রথম ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পাই এবং পুরো ম্যাচ হাঁটুর সমস্যা নিয়েই খেলতে হয় আমাকে। আমার অস্ত্রোপচার করানোটা দরকার এবং আশা করি, (এরপর) ক্রিকেটে ফিরতে পারব। (দ্রুত সময়ে) ক্রিকেটে ফিরতে পারলে এবং আবার ছন্দ ফিরে পেলে দারুণ হবে। আর হাঁটুর সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পর সেটা সম্ভব বলেই আশা করি।

লিচের খেলা ম্যাচটি জিতে ভারত সফর শুরু করে ইংল্যান্ড। পরে টানা দুই ম্যাচ হেরে পাঁচ টেস্টের সিরিজে এখন তারা পিছিয়ে ২-১ ব্যবধানে।

কিউইদের বিপক্ষে
শেষ ম্যাচে নেই ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়েই নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। তবে প্রস্তুতিটা মনমতো হলো না ডেভিড ওয়ার্নারের। প্রথম ম্যাচ খেললেও পায়ের চোটের কারণে ছিটকে গেছেন তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি থেকে। এখন অপেক্ষা বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

জানা গেছে, পায়ের পেশির চোটেই সিরিজ শেষ ওয়ার্নারের। তবে গুরুতর কিছু নয়। ৭ থেকে ১০ দিন সময় লাগতে পারে তার সেরে উঠতে। আগামী মাসে আইপিএলের শুরু থেকে তার খেলা নিয়ে তাই আপাতত সংশয় নেই। আগামী ২২ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলের এবারের আসর।

শেষ ম্যাচে ওয়ার্নার না থাকায় ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে স্টিভেন স্মিথকে। প্রথম ম্যাচে একাদশের বাইরে থাকা স্মিথ নিজেকে চেনানোর আরেকটা সুযোগ পেলেন। এর আগে দ্বিতীয় ম্যাচে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি এই অভিজ্ঞ তারকা ব্যাটসম্যান। আউট হয়েছেন ১১ রানে।

শ্রীলঙ্কা শিবিরে ধাক্কা, বাংলাদেশের বিপক্ষে নিষিদ্ধ হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রকাশ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে শাস্তি পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি অধিনায়ককে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আইসিসি। ফলে আগামী মাসে বাংলাদেশ সফরে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না এই লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার।

আগে থেকেই হাসারাঙ্গার নামের পাশে ছিল দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট। আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে আইসিসির আচরণ বিধির ২.১৩ ধারা লঙ্ঘন করেন তিনি। শাস্তি হিসেবে তাকে তিনটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। কাটা হয়েছে ম্যাচ ফির অর্ধেক।

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী ২৪ মাসের মধ্যে কোনো ক্রিকেটার পাঁচটি ডিমেরিট পেলে শাস্তি হিসেবে তাকে দুটি সাসপেনশন পয়েন্ট দেওয়া হয়। অর্থাৎ, একটি টেস্ট কিংবা দুটি ওয়ানডে বা দুটি টি-টোয়েন্টিতে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়। তিন সংস্করণের মধ্যে দলের যে খেলা আগে, সেখানে খেলতে পারেন না শাস্তি পাওয়া ক্রিকেটার।

আগামী মাসেই বাংলাদেশ সফরে আসবে শ্রীলঙ্কা। যেখানে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে এবং দুটি টেস্ট খেলবে তারা। ৪ ও ৬ মার্চ টি-টোয়েন্টি দুটিতে খেলতে পারবেন না লঙ্কান অধিনায়ক হাসারাঙ্গা।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে গত বুধবার তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার রান তাড়ায় আম্পায়ার লিন্ডন হ্যানিব্যালের একটি সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান হাসারাঙ্গা। কামিন্দু মেন্ডিসের প্রায় কাঁধের কাছাকাছি 'বিমার' ডেলিভারি করেন পেসার ওয়াফাদার মোমান্দ। কিন্তু সেটা 'নো' বল দেননি স্কয়ার-লেগে থাকা আম্পায়ার হ্যানিব্যাল।

২১০ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৩ রানে হেরে যাওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে আম্পায়ারিংয়ের তীব্র সমালোচনা করে এমন আম্পায়ারদের অন্য কাজ খুঁজতে বলেন হাসারাঙ্গা। এরপরই দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন তিনি। ওই ম্যাচে আম্পায়ারের নির্দেশনা না মেনে শাস্তি পেয়েছেন আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজও। বারবার সতর্ক করার পরও মাঠে ব্যাটের গ্রিপ পরিবর্তন করায় তাকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। সঙ্গে তার নামের পাশে যোগ করা হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।

ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের কাছে নিজেদের ভুল স্বীকার করে শাস্তি মেনে নেন হাসারাঙ্গা ও গুরবাজ। তাই আনুষ্ঠানিক কোনো শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR